নারী—পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক নাটক

সবার উপরে মানুষ সত্য

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

সবার উপরে মানুষ সত্য

নারী–পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক নাটক

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

গ্রাম থিয়েটার প্রকাশনা প্রকল্প
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার
১১/১–খ পুরানো পল্টন লাইন,
ঢাকা–১০০০

নারী–পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক নাটক

সবার উপরে মানুষ সত্য

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

প্রকাশনায় ঃ
গ্রাম থিয়েটার প্রকাশনা প্রকল্প
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার
১১/১-খ, পুরানা পল্টন লাইন,
ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল জুলাই ১৯৯৩
আষাঢ়- ১৪০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

নাটকটি যে কোন আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তর করা যাবে।

মূল্য ১৫ টাকা

সবার উপরে মানুষ সত্য
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

চরিত্র

বায়স্কোপওয়ালা

জমেলা, তারা বিবি, ঝর্না, জসীম, মাতবর,

রাশিদা, শাহানা, হানিফা, আছিরুদ্দি,

আক্কেল, মাস্টার, কালু শেখ, রহমত,

কয়েকজন গ্রামবাসী

প্রথম দৃশ্য

[গ্রামের পথ। পথের পাশে জসীমের বাড়ী। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর বেলা কেউ নাই পথে। ক্লান্ত ঘুঘুরা একটানা ডেকে চলে। পথের পাশে একটি গাছ। গাছের নীচে কিছুটা ছায়া জমে আছে। এক বায়স্কোপওয়ালা সেই পথে মঞ্চে প্রবেশ করে। মাথা থেকে তার বায়স্কোপের বাক্সটি মাটিতে নামায়। গাছের ছায়ায় সে দাঁড়িয়ে মাথার গামছা খুলে বাতাস নেয়।]

বায়স্কোপওয়ালা ঃ *(হাঁক ছেড়ে ডেকে ওঠে)* এই যে গেরামবাসী ভাই বেরাদর- মামু চাচা খালু ফুফা- আইয়েন, আইয়েন-যাদুর বাক্সোটা লইয়া আমি আইয়া পড়ছি। আইয়েন, আইয়েন- যা দেইখবার চান, দেহাইতে পারুম- চাঁদের দেশের রকেট দেহামু পংখীরাজ ঘোড়া দেহামু- রহিম বাদশা রূপবান দেহামু-আইয়েন আইয়েন...

(তার হাতের ডুগডুগিটা সে বাজিয়ে চলে)

ওমা! একখ্যান কাউয়ার মুখও দেহিনা- কপালের আজ অইলো কি? দুইপর বেলা-জনমানুষ শূন্য-আমি আইলাম কোন দেশে-! যাউক, বায়স্কোপের বাক্সো যহন নামাইছি এইহানে, পয়সা রোজগার না কইরা যামু না- এক পাও-নড়ামু না- নইড়েছি কি মইরেছি-ব্যবসার কাম-সারা, রোজগার না কইরা এইহানতিন-যামু না-যামু না-যামু না। দাঁড়াও-এমুন নাচন নাচুম-এমন সোন্দর কইরা গামু-ডুগডুগি আর ঘুঙুর এমন কইরা বাজামু-যে গর্তের ইন্দুরডারেও বাইরে আইনা ছাড়ুম-মানুষ তো আইবোই...

(বায়স্কোপওয়ালা তার মাথায় রংচঙে টুপি লাগায়-হাতের খঞ্জনীতে বাজনা তোলে-গলা কেশে নেচে নেচে গাইতে শুরু করে।)

আইরে আল্লা নবীর নাম
আমার বায়স্কোপের কাম
দেখেন দেখেন দেখেন ভালো
জগৎটারে করছে আলো
চাইয়া দেখেন, বইসা দেখেন
চম্পাবতী কালু দেখেন
রূপবান আর রহিম দেখেন
আলোমতির কেচ্ছা দেখেন
আসমান সিংয়ের পালা দেখেন
আইয়েন আইয়েন ভাই
দস্যুরানীর নাচনা দেখেন...

ও আল্লা! নাইচতে নাইচতে আমার হাঁটু অবশ অইলো–চিৎকার কইরে গাইতে গাইতে গলা আমার ঢেঁকির শব্দের মতন ক্যাকর ক্যাকর শুরু কইরলো। তাও একটা কুত্তাও আইলোনা! হায়রে হায়–আজ আমার অইলোডা কি! দেহা যাক– শেষ পর্যন্ত কি অয়– গাইতে থাকি–

ওরে ঝাঁ ঝাঁ দুপুর বেলা
টাকের জইন্যে ছাতা ভালো
টক আমের চাটনী ভালো
তালের পাখার বাতাস ভালো
মাটির কলসের পানি ভালো
টক দইয়ের শরবত ভালো
আরো ভালো দেখেন যদি
আমার বায়স্কোপ...

(জমেলা তার বাড়ীর বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়।)

জমেলা ঃ আরে ও বাইজান, ও বায়স্কোপওয়ালা–

বায়স্কোপওয়ালা ঃ এ্যাঁ– মানুষের গলার আওয়াজ যেন পাইলাম!

জমেলা ঃ ও বাইস্কোপওয়ালা–

বায়স্কোপওয়ালা ঃ জ্বে–জ্বে বলেন ?

জমেলা ঃ কয় পয়সা লাগে গো– তোমার বাইস্কোপ দেখতি?

বায়স্কোপওয়ালা ঃ জ্বে, চাইর আনা মাথাপিছু– বিবসা বড় খারাপ আম্মাজান– হারাদিনে আমার নাচন কুদনের জইন্যে যে ঘাম ঝইরলো–তার কোন সীমা নাই–

জমেলা ঃ অতো গপসপের কাম কি তুমার– কত হলি বাইস্কোপ দেহাতি পারো তাই কও ?

বায়স্কোপওয়ালা ঃ আমার মিশিনে ছবি দেহনের জইন্যে তিন মুখ। তা যদি আর দুইমাথা যোগাড় কইরতে পারেন-এক আনা কম নিমু-

জমেলা ঃ ভর দুইপর বেলা তোমার বাইস্কোপ দেখবো কেডায়?

বয়স্কোপ ঃ হ, তা বুঝতাছি- বাঙালী দুধ বেইচা বিড়ি কিইনা খায়- দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা জানেনা-আমি একখ্যান বালো বাইস্কোপ লইয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতাছি-আপনাগোরে মন পাইতাছি না- যদি পচা আমের চাটনী বানাইতাম- তাইলে খুব চইল্‌তো।

জমেলা ঃ আরে তুমি তো দেহি গপ্পের বাদশা!

বায়স্কোপওয়ালা ঃ আম্মাজান, আপনারা দেইখবেন ? তিনমাথা জোগাড় করেন- দুই আনা কইরা মাথা পিছু নিমু- দুনিয়ার হগল দেশে মাইয়া আমার এই বাইস্কোপের বাক্সের মইধ্যে আছে- জাপানী মাইয়া-আমেরিকার মাইয়া-চীনের মাইয়া- কোরিয়ার মাইয়া- তাদের অবস্থা ও মর্যাদা দেইখা অবাক অইয়া যাইবেন!

জমেলা ঃ আমি না হয় রাজী অইলাম- কিন্তুক এই গেরামের অন্য মাইয়ারা দেইখবোনা- জাতকুল যাইবো- বেপদ ঘটবো-তাও তুমি এটুখানি দাঁড়াও- আমি চেষ্টা কইরা দেহি- আর দুইডা মাইয়া মানুষ যদি জোগাড় কইরতে পারি আমারও একটু সুবিধা অইবো-

বায়স্কোপওয়ালা ঃ হ, হ, আম্মাজান- আপনে একটু চেষ্টা কইরা দেহেন- আর দুইজন অইলেই- আমি শুরু কইরা দিমু। আপনে চেষ্টা করেন- আমি আরেকটু জোরে জোরে গাইতে থাকি...

(জমেলার প্রস্থান)

আইয়েন আইয়েন আইয়েন
ভাইরে মিশিন আমার ভালো
চোখ লাগাইলেই দেখতে পাইবেন
চোখের মইধ্যে আলো-
আমরা কোথায় পইড়া আছি
জেবজন্তুর মতন বাঁচি
শিক্ষা-দীক্ষা নাইরে কিছু-
তাইতো মোদের মাথা নিচু।
শিক্ষা-দীক্ষা নিতে হবে
নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে.....

(তারা বিবি এবং ঝর্নাকে সাথে নিয়ে জমেলা মঞ্চে প্রবেশ করে।)

তারা বিবি ঃ কই? কই লো! জমেলা তুইনা কইলি তোর বাড়ীত আমেরিকার মাইয়া আইছে-

ঝর্না	ঃ	আমি বুঝছি-জমেলা বু-
তারা বিবি	ঃ	তুই তো কতকিছুই বুঝস- আমারে বুইঝতে দে!
জমেলা	ঃ	ঐ যে- ঐ বাক্সোডার মইধ্যে-সব আছে
বায়স্কোপওয়ালা	ঃ	হয়- দাদীজান- চীন জাপানের কইন্যা দেখেন আমেরিকার লেডি দেখেন বাংলাদেশের মাইয়া দেখেন...
তারা বিবি	ঃ	অমা! তাই নিহি? তাইলে তো দেহন লাগে। তোমার বাক্সোখ্যান খুইলা ফেলাও, বাইর করো দেইখা লই- আমার আর কয়দিন! দেইখা লই।
বায়স্কোপওয়ালা	ঃ	বাক্স তো খুলন যাইবোনা দাদীজান-এইহ্যান দিয়া দেইখতে অইবো-চোখ লাগাইয়া ফেলেন আপনেরা...
জমেলা	ঃ	হ, হ, অই ঝর্না বামে চোখ লাগা, দাদীজান তুমি এই রকম কইরা ডাইনে চোখ লাগাও - *(সবাই বাক্সে চোখ লাগায়)*
বায়স্কোপওয়ালা	ঃ	আইয়েন আইয়েন আইয়েন ভাইরে মিশিন আমার ভালো দেখেন গান্ধী রাজার মিয়ে ছিল সুলতানা রাজিয়া ছিল চাঁদ সুলতানা যোদ্ধা ছিল প্রীতিলতাও মাইয়া ছিল বেগম রোকেয়াও মাইয়া ছিল ইলামিত্র মাইয়া ছিল মাইয়াগরে দেহামু আমি মাইয়াগরে কাম কেমন কইরা বিশ্ব জুইড়া পুরুষগ মাঝে মাইয়া পাইলো দাম
জমেলা	ঃ	আরে বাই এই সব আমগো জানা কতা
তারা বিবি	ঃ	না- না, জানা কথা অইলে কি অইবো, আমিতো জানিনা-ওই যে গান্ধী রাজার মাইয়া তো ইন্দিরাগান্ধী ?
ঝর্না	ঃ	হ!
তারা বিবি	ঃ	বেগুম রোকেয়া কিডা যেন্? আমগো চেয়ারম্যান সাবের মাইয়া?

জমেলা : আরে না- না, বেগম রোকেয়া- আমগো দেশের মাইয়াগো লেহাপড়া শিখানোর জইন্যে সংগ্রাম কইরা গেছেন, নারী জাগরণের জন্য জীবনভর খাইটা গেছেন।

তারা বিবি : বাপের বিটি একখ্যান ছিল তাইলে! ঐ ছাওয়াল, বেগম রোকেয়ারে আরেকবার দেহানা বাপ- দেইখা লই ভালো কইরা

(বায়স্কোপওয়ালা দেখায়)

বায়স্কোপওয়ালা : এইবার কি দেইখবেন কন, গাজী কালু-চম্পাবতী-আলোমতি-প্রেমকুমার-নাকি আধুনিক দেশ বিদেশের মাইয়া গো কেচ্ছা-

ঝর্না : আধুনিক মাইয়া গো কেচ্ছা দেখুম- ও জমেলা-বু তুমি একটু কওনা!

তারা বিবি : তার চায়া রূপবান দেহি-

ঝর্না : না- না-

জমেলা : রূপবান দেইহা চোখ পচনের কাম কি? আধুনিক মাইয়া গো দেহো-দেহাও-

তারা বিবি : ওমা তোরা কি কস! বুড়া বয়সে জাতধর্ম খোয়াবো নেহি!

বায়স্কোপওয়ালা : মানুষের কেচ্ছা দেইখলে দাদীজান জাত ধর্ম যাইবো ক্যান?

জমেলা : হ, মানষের কেচ্ছা দেইখলে জাত যাইবো ক্যান তুমি শুরু কইরা দেও।

বায়স্কোপওয়ালা : তাইরে নাইরে না, বাবা
তাইরে নাইরে না
যা দেখিবেন যা শুনিবেন
মিথ্যা কিছু না-
এই দুনিয়ায় ঘটে দেখেন
কত ঘটনা
বাংলাদেশের মাইয়া দেখেন...

জমেলা : আরে রাহেন রাহেন! পয়সা দুই আনো মাঙনা দিমুনা?

বায়স্কোপওয়ালা : ক্যান কি অইলো ?

জমেলা : কি অইলো মানে- বাংলাদেশের মাইয়া গো দেহুম!

তারা বিবি : আরে বেডা সারা জীবন ঘর কইরলাম-ঘরে মধ্যিতেন বাইরোতে পারি নাই-খাইতে পারি নাই মনের মতন কইরা, পুরষ্যে মানষের নাতিগুঁতো খাইতে খাইতে- হাড়ের জোড়ায় জোড়ায় বিষ ব্যথা-জীবনডা পইচা গেছে- দেহুমনা তোর ঐ কেচ্ছা-

ঝর্না : হ, তুমি বিদেশী মাইয়াগো কেচ্ছা দেহাও।

বায়স্কোপওয়ালা : কিন্তুক দাদীজান- ফরেন মাইয়াগো দেহাতি তো দুই আনা বড় কম অইয়া যায়।

তারা বিবি : আরে মিয়া আগে দেহাইয়া লওনা- দিমুনি চাইরডা গুড়মুড়ি বাঁইধা-

বায়স্কোপওয়ালা : আইচ্ছা-আইচ্ছা-আইচ্ছা-

আইরে তার পরেতে দেখেন ভালো
জাপান দেশের মাইয়া আইলো
কেমুন সোন্দর খোঁপা বান্ধে
খোঁপায় দেখেন ফুল আছে
হাতে দেখেন পাখা আছে
জ্ঞানে গুণে নয়তো পিছে
পুরুষ মানুষের...

ঝর্না ঃ জমেলা বু- কি সুন্দর! কি সুন্দর!!

বায়স্কোপওয়ালা ঃ আরে তার পরেতে দেখেন ভালো
প্যারিসের মাইয়া আইলো
চোখে দেখেন চশমা আছে
পোশাকের শ্রী আছে

তারা বিবি ঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! অ জমেলা, জমেলা, চল যাইগা- ওদেশে পর্দা নাই- চল যাইগা-

জমেলা ঃ আরে দেইহা লও- জীবনে দেখছনি?

বায়স্কোপওয়ালা ঃ আরে তার পরেতে দেখেন ভালো
আমেরিকার মাইয়া আইলো
নারী পুরুষ এক সাথে চাকরী করে যায়
হোটেলেতে বইসে তারা এক সাথে খায়।
খেলাধুলা করছে দেখেন নারী পুরুষ মিশে
নারী পুরুষ আলাদা নয় লজ্জাই বা কিসে
নর মানুষ, নারী মানুষ এই বিশ্বাস করে
স্কুল কলেজেতে তারা লেখাপড়া করে
ছেলে হোক মেয়ে হোক লজ্জা তাতে নাই
সবার উপর মানুষ সত্য তার উপরে নাই।।

দুই আনা উশুল অইছে-ও দাদীজান ও আম্মাজান উঠেন উঠেন-

(সবাই দাঁড়ায়, জমেলা পয়সা দেয়।)

তারা বিবি ঃ ওরা আমগরে মতন না ক্যান? মাইয়া অইয়া জম্মেছি বইলা-আমগো কত কিছু মানতে অয়- কতকিছু কইরতে অয়- আমগো কথায় কথায় পাপ- কথায় কথায় মারধর- কথায় কথায় তালাক- ক্যান কিসির জইন্যে? আমাগরে কি কোন ইজ্জত নাই- আমরা কি মানুষ না?

বায়স্কোপওয়ালা ঃ আমরা নেহাপড়া জানিনে-দিন দুনিয়ার খবর জানিনে- নারী পুরুষের আর ভেদ নাই দ্যাদীজান, সবাই মানুষ-

তারা বিবি ঃ আগে যদি তোমার বাইস্কোপ দেইখতাম-তাইলে আমগো দুঃখ কষ্টের বিরুদ্ধে নাড়াই করবার পারতাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[জমেলা ও জসিমের বাড়ী। জমেলা কাজে অন্যত্র ব্যস্ত। জসীম এসে দাওয়ায় বসে।]

জসীম ঃ হাত পাও ধুইয়া আইলাম- ক্ষিদায় আমার পেট চোঁ চোঁ করতাছে- ঐ জমেলা গেলি কই হারামজাদী- ভাত দে- গেছস কই?

(জমেলা দৌড়িয়ে আসে)

জমেলা ঃ আমি- আমি তো রান্ধন বাড়ন করতেছি!

জসীম ঃ ভাত রানতি কয়মিনিট লাগে- ঐ হারামজাদী, চুলার উরপে বইসা ঘোমাও না- হারাদিন বইসা খাইতে খাইতে শইলে ত্যাল নাগছে না? তোর ত্যাল আমি ছুটায়া দিমু!

জমেলা ঃ আবোল-তাবোল কতা কইয়েন না- শরীল জ্বলে- আমি কি বইয়া আছি? আপনের সংসারে বইয়া বইয়া খাই! সংসারের কাম বুঝি কাম না?

জসীম ঃ বাড়ীৎ বইসা ভাত রান্ধনের কাম আবার কাম অইলো?

জমেলা ঃ কইরা দেইহেন কেমুন লাগে!

জসীম ঃ ঐ হারামজাদী- আমার মুহে মুহে তোর অতো তর্ক করনের সাওস অইলো কেমনে- মাইরা আমি তোর দাঁত ভাইঙ্গা দিমু!

জমেলা ঃ কথায় কথায় মারনের অভ্যাস তো আছেই- মার খাইতে খাইতে মার খাওয়ার ভয় আর নাই-

জসীম ঃ তাই এত সাহস তোর অইছে - না!

জমেলা	ঃ	আপনের মন যহন পাই নাই–
জসীম	ঃ	মন পাইবি কি দিয়া– তোর বাপতো আমারে কিছু দেয় নাই–
জমেলা	ঃ	দেয় নাই! কি কইবার চান আপনে– লজ্জা করে না এই কথা কইতে, পুরুষ মানুষ অইয়া যৌতুক লইয়া বিয়া করছিলেন!
জসীম	ঃ	বড় বড় লেকছার ঝাড়িসনা– কিইবা এমন দিছিলো–
জমেলা	ঃ	একটা রিকশা চাইছিলেন– আমার বাজান ভিটাবাড়ী বন্ধক রাইখ্যা– তা দিছিলো– অস্বীকার করেন?
জসীম	ঃ	চোপ, আমার সামনে দাঁড়ায়া কতা কস– জানস তোরে আমি যে কোন সময় তালাক দিবার পারি?
জমেলা	ঃ	সব সুময় তালাক তালাক কইরেন না– বিয়া বইসা, আমি আপনের দাসী অইয়া গেছি না!
জসীম	ঃ	ঘরের বউ দাসী না তো কি? ঐ– জানস তোর মতন মাইয়া হাজার হাজার বিয়া করণ যায়!
জমেলা	ঃ	অত হস্তা না, দিন বদল অইতাছে!
জসীম	ঃ	চোপ! অহনো বদলায় নাই– দেইহা আইলাম কালু শেখের মেয়ের বিয়ার কতা অইতাছে যৌতুক দিতাছে নগদ ৩০ হাজার টাহা।
জমেলা	ঃ	যৌতুক নিয়া বিয়া করে কাপুরুষে– বউ ভাত দেওনের ক্ষমতা তার নাই–
জসীম	ঃ	এ্যাঁ! হেরায় বউ ভাত দিবনা– মাইয়ার বাপে আইসা দিয়া যাইবো!

(তারা বিবি তার নাতনী ঝর্নাকে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে)

তারা বিবি	ঃ	ওই! গলা ফাটায়া গেরামডারে মাতায় তুইল্লা ফেল্লি– যৌতুক নিয়া অত কথা ক্যান– আমগরে বিয়া তো যৌতুক দিয়া অয় নাই!
ঝর্না	ঃ	আমগো স্কুলের আপায় কইছে– যৌতুক লইলে– সেইডা বড় অন্যায়– সরকার নাকি আইন করছে যৌতুক নেওন যাইবোনা।
জসীম	ঃ	আরে রাহো তোমার সরকারী আইন!
তারা বিবি	ঃ	আমগো দেশে এইসব– দুনিয়ার আর কোন জায়গায় নাই– জাপান আমেরিকার মাইয়ারা কত সোন্দর–
জসীম	ঃ	ও, ঐ বাইস্কোপের ফুটানি আমার লগে না? আমি বিচার ডাহুম– স্বামীর কথা না শুইন্যা বাইস্কোপ দেহন–
তারা বিবি	ঃ	ওই! যৌতুক নেওন তো ধম্মে নাই– যৌতুকের কথা কওনের সময় তোগরে ধম্মের কথা মনে থাহে না?
জসীম	ঃ	আমার অতো বুঝনের কাম নাই– বাড়ীৎ বাড়ীৎ রেডিয়া টেলিভিশন বাজে– আমি একখ্যান কিনবাই চাই– কোনতিন পামু আমি জানি না!

(ঐ পথে মাতবর যাচ্ছিলো– সে চেঁচামেচি শুনে আসে)

মাতবর ঃ ওই! এতো চেঁচামেচি গোলমাল কিসের এইহানে- কি অইছে?

তারা বিবি ঃ দেহেন তো মোড়লের বেটা- সেদিন আমরা বাইস্কোপ দেখছিলাম তার লেইগা জসীম শালিশ ডাকইবার চায়!

মাতবর ঃ বাইস্কোপ দেখছো ভালো করছো, কি অইছে তাতে? এতে শালিশ ডাহনের কি আছে- আমগো মাইয়ারা তো সব সময় দেখতাছে।

(জসীমকে লক্ষ্য করে)

তোরা যহন সিনেমা দেহস তহন তো তোগরে বিরুদ্ধে কেউ শালিস ডাহেনা?

তারা বিবি ঃ জসীম আবার যৌতুক চায়- টেলিভিশন কিনব্যার চায়-

মাতবর ঃ কি যৌতুক চাইতাছে! কামাই রোজগারের মুরোদ নাই-ফুটানির বেলায় সাড়ে ষোল আনা-বৌয়ের বাপের টাহা পয়সা নিয়া ফুটানি করবার চাও! লজ্জা করেনা তোর- বেহুদার মত কথা কস- গতর খাটাইয়া রোজগার কইরা ফুটানি কইরা দেহো কেমন লাগে- তোরে আমি জেলের ভাত খাওয়ায়া ছাড়ুম!

জসীম ঃ হেহ, আমি কামাই করিনা তো মানষে দিয়ে যায়! যাইতাছি দেহি কেমুন কইরা তোর চলে? তোগরে গতরের তেলে কয়দিন চলে আমি দেখবার চাই!

(জসীম ধাই ধাই করে চলে যায়)

জমেলা ঃ যাইবার দেন- আমিও দেহাইবার চাই আমিও মানুষ, কাম কাজ কইরা আমিও খাইবার পারি!

তৃতীয় দৃশ্য

[গ্রামের মহিলা সমিতিতে বাংলাদেশের মেয়েদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।]

রাশিদা ঃ আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি আপনাদের কোন কিছু শেখানোর উদ্দেশ্যে নয়– আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আছে নানারকম দুঃখ কষ্ট। মানুষ যদি তার দুঃখ কষ্টের কথা মানুষের কাছে মন খুলে বলে ফেলতে পারে, তাহলে তাদের মনের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। তাই, আমরা আজকে আপনাদের কথা শুনবো– আপনাদের কষ্টের কথা শোনার পরে আমরা এখানে উপস্থিত নারীরা চেষ্টা করবো আমাদের দুঃখকষ্ট কিভাবে দূর করা যায়– সে বিষয়ে আলোচনা করতে। প্রথমে আমি শাহানাকে অনুরোধ করছি– তার জীবনের কথা বলার জন্য।

(শাহানা নামের মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়)

শাহানা ঃ আমার কথা আর কি কমু। দশ বছর বয়সে আমার বাপজান আমার বিয়া দিয়ে দিছিলো। বিয়ার সময় কতা ছিল– আমার বাপজান–জামাইরে বিদেশ পাঠাবো– কিন্তুক আমার বাপজান নিজেই দিন আনে দিন খায়– জামাইরে বিদেশ পাঠানোর টাকা কই পাইবো? এই নিয়ে কতা কাটাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি চলতে থাকে– আমার স্বামী দৈনিক আমারে মারধর করে– এইভাবে চার বছর কাইটা যায়– বর্তমানে আমার দুই মাইয়া। গত কার্তিক মাসে আমার স্বামী আমারে মারধর কইরা তার বাড়ীৎ থিকে বাইর কইরা দিছে– অহন আমি আমার বাপের বাড়ীৎ আছি– আমার ছেলে পিলে নিয়ে বহুৎ কষ্টে আছি– এর মইধ্যে আমি একবার ইট ভাঙ্গার কামে লাগছিলাম– ভালোই চলতেছিল– কিন্তুক

একদিন আমি কাজের থেইকে বাড়ীৎ ফিরতাছি পথে আমারে আমার স্বামী ধইরলো– কইলো– আমি যদি আবার কামে যাই তাইলে সে আমারে এসিড মাইরা মুখ পোড়াইয়া দিবো– আমি আর এই ভয়ে কামেও যাইতে পারি না– আমার দিন যে কেমনে কাটে আল্লা জানে আর আমি জানি..........। *(কেঁদে ফেলে)*

রাশিদা : আচ্ছা আপনে বসেন– এবার হানিফা বিবি আপনে বলেন।

হানিফা : আমার কষ্টের কথা– আমার সংসার ভালোই ছিল। স্বামী মারা গেল যুদ্ধের বছর। বাপের বাড়ীতে আইলাম– বাপের জমি জিরেত ভালোই ছিল– কিন্তু আমার আপন ভাইরা– তার একটুকরা জমিও আমারে দিল না– অভাব অনটনে আমার মাথা খারাপ– ছোট ছোট পাঁচটা ছাওয়াল প'ল নিয়ে চলতে পারি না– গেরামের মানুষ পরামর্শ দিল– বাপের বেটী হিসেবে তুমিও সম্পত্তির মালিক, আমগো কাছে জমি বেচে দেও– মামলা মোকদ্দমা করে জমি উদ্ধার আমরাই করবো– দুইশও টাহা দিয়ে– কাগজপত্রে সই করে নিল–বাকী টাহাও পাইলাম না, জমিও পরের হাতে চলে গেল– ভাইরা নামায়া দিল বাড়ীৎতিন– এবাড়ী ওবাড়ী থাকি– সারাদিন গতর খাটাই। বড় মেইয়াডার যখন তেরবছর, গাঁর একটা মানুষ আইয়া ক'লো– মেয়েডাক দেও শহরে নিয়া চাকরী দিয়া দেই– বিশ্বাস করে দিলাম– আজ পাঁচবছর মাইয়াডার খোঁজ নাই। কেউ কয় বিদেশে পাচার হয়ে গেছে, জানিনে অভাগীর কপালে কি ঘটেছে, অভাব ছিল তাও ভালো– আমি যে আমার বুদ্ধি দোষে মাইয়াডার কপাল ভাঙলাম– আমি আমার বুদ্ধিদোষে...*(কেঁদে ফেলে)*

রাশিদা : তারা বিবি কি কিছু বলবেন?

তারা বিবি : কমুনা মানে– কইতেই অইবো–

(সে নড়েচড়ে ঠিকমত দাঁড়ায়)

দেখেন, আমি বুইড়া অইয়া গেছি– সোয়ামী মইরা গেছে কোনকালে– ছেইলেদের সংসারে থাকি– আমি ভালো আছি খাওন পাচ্ছি, পরন পাচ্ছি– তাও একখ্যান কথা আমার আছে– তা হলো, আমি একটা মানুষ– আল্লা আমার হাত পাও দিছে– বুদ্ধি দিছে– কামকাইজকরণের শক্তি দিছে– তাও মানুষ হিসাবে কোনদিন দাম পাইনাই। ছোটকালে যখন বাপের সংসারে ছিলাম– বাপভায়ের কথার উপরে আমার কথা কোনদিন থাকে নাই– তাগরে যা ইচ্ছা অইছে তা-ই আমার মাইনা লইতে অইছে।

বিয়ার পরে সংসারে আইছি– সংসারে যে মাইয়াগো এটা শলা পরামর্শের দরকার আছে– সেই কথা কেউ কোনদিন ভাবে নাই– আমগোরে ভাবতে দেয় নাই– একটা গরু যেমন একটা সংসারে খাইটা মরে– সেইভাবে সংসারে খাটছি– অহন পোলাগো সংসারে থাহি। পোলারাও কোনদিন আমারে কোন কাজের জইন্যে কোন কথা জিগায়

না– আমার কথা অইলো মাইয়াগো কি সব সময়– জন্মের পরের থেইকা মৃত্যু পর্যন্ত পুরুষের পাহারায় পাহারায় থাকতে অইবো? এইতো কয়দিন আগে বাইস্কোপ দেইখলাম– জাপান– আমেরিকার মাইয়াগো, তারা তো আমগো মত না। তারা তো সব জা'গায় পুরুষের মত সমান মর্যাদা পায়। আমরা পাইনা ক্যান? আমার কথা এখানেই শেষ।

রাশিদা ঃ জমেলা খাতুন আপনে বলেন,

জমেলা ঃ আমার কথা আপনেরা সবাই জানেন। আমার বাবা বাড়ী বন্ধক দিয়া– যৌতুকের টাকা যোগাড় কইরা আমার বিয়া দিছে। বর্তমানে আমার স্বামী আরো একটা টেলিভিশন চায়– সে রাগ কইরা বাড়ী ছাইড়া চইলা গেছে আজ কয়মাস। আমি এইসব ঘটনায় ভাইংগা পরবার চাই না– আমি তার যাওনের আগে কইছি– দেখি– হে ছাড়া আমি চলতে পারি কিনা– আপনারা জানেন– আমি গত দুইমাস ধইরা ইট ভাঙনের কাম করতাছি– মাটি টানার কাম করতাছি– ধান কাটার কাম করতাছি– আমার সংসারে, আমি না–খায়া নাই– আমার সোয়ামী আমারে ভাত কাপড় না দিলেও কোন অসুবিধা নাই– কিন্তুক একটা কথা আমি এইহানে কইবার চাই– কাম কম করিনা– কিন্তুক একটা পুরুষ মানষের যে মুজুরি তার চায় আমগো মুজুরী কম ক্যান– আপনারা জানেন আমি এইসবের মধ্যেই বাড়ীতে শাকসবজীর চাষ করতাছি হাঁসমুরগী পালতাছি– যত অসুবিধাই হোক আমি দেখাইবার চাই– মাইয়ারা অবলা না– মাইয়ারাও কাম কইরা খাইবার পারে....

(সবাই হাতে তালি দেয়। জমেলা বসে পড়ে)

রাশিদা ঃ আমার মনে হয়– আমরা আমাদের মনের কথা বলে বুকের ভার কিছুটা হাল্কা করেছি আমাদের সমাজে নারীদের অবস্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসাবে। দেশের নাগরিক হিসাবেও আমাদের অধিকার পূর্ণাঙ্গ নয়– আপনারা যখন ভোট দেন– একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে ভোট দেন– কিন্তু যখন পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্ন আসে তখন এক ভাইয়ের সমান দুই বোন ধরা হয়– আবার স্বামী সম্পত্তির অংশের মাত্র দুই আনা পায় একজন নারী। আবার কোন বিচার শালিশে দুইজন নারী একজন পুরুষ স্বাক্ষীর সমান বলে বিবেচিত হয়। নারীদের এরকম আরো অনেক অধিকার সমস্যা আছে–যাই হোক– জমেলার কথার মধ্যদিয়ে আমাদের সকলের সমস্যা নিরসনের একটা পথে পেয়েছি। আসুন আমরা নারীরা একত্রিত হই– আমাদের সমস্যা আমরাই দূর করি। আমরা লেখাপড়া শিখি– রোজগার করতে শিখি তাহলে– আমাদের সামনে যত বিপদই থাক– আমরা তা জয় করতে পারবো।

চতুর্থ দৃশ্য

(জমেলার বাড়ী। জমেলার বাবার সাথে জমেলা কথা বলছে।)

আছিরুদ্দি ঃ খারাপ খবর কি চাইপা থাকে!

জমেলা ঃ কিসের খারাপ খবর বাজান?

আছিররুদ্দি ঃ জামাই বাবাজী কই?

জমেলা ঃ উনি আইজ তিনমাস বাড়ীৎ আসেন না।

আছিরুদ্দি ঃ এই খবরডাই পাইলাম। তয় কোন সাহসে তুই এইখানে পইড়া আছস– এতবড় একখ্যান ঘটনা ঘটছে আমারে জানাস নাই কেন!

জমেলা ঃ বাজান, তোমার জামাই টেলিভিশন চায়– এই খবর আমি কেমনে তোমারে দেই– এমনিতেই আমার বিয়ার জইন্যে তোমার ভিটাবাড়ী বন্ধক দেওন লাগছিল।

আছিরুদ্দি ঃ আমি একটু বুঝাইয়া দেখতাম।

জমেলা ঃ তোমার বুঝানোর দরকার নাই– জীবনডা যহন আমার তহন সব বুঝ আমিই বুঝবার চাই।

আছিরুদ্দি ঃ কিন্তুক মা, সতীর ধর্ম পতি সেবা– তুই যদি সেই ধর্ম পালন না করস তাইলে বাপ হিসাবে আমার মান সম্মান থাহে না, সমাজে ঠাঁই থাহে না–

জমেলা ঃ সমাজে তো আমাগরে খাতি পরতি দেয় না, আমার বিয়ার সময় যহন তোমার বাড়ীখ্যান বন্ধক দেওয়া লাগছিল– তহন তো সমাজের কেউ আগায়া আসে নাই– যে সমাজ মানুষের কোন কাজে লাগেনা– সেই সমাজে তোমার মান সম্মান থাকলিই বা কি, না থাকলিই বা কি– আর সতীর কথা কও– যে মাইয়া সৎ– সেই সতী। কর্মই মানুষের

ধর্ম- আমি মানুষ হিসাবে যদি সৎ কর্ম করে যাই তাহলে আমি মানুষ- আমিও সতী.....

আছিরুদ্দি : তাও পুরুষ মানুষ হয়া তো সমাজ বাদ দিয়া চলতে পারিনে-

জমেলা : বাজান, জাতকুল সব তোমগরে-মাইয়া গো কোন জাতকুল নাই- মাইয়াগো জইন্যে কোন সমাজ নাই!

আছিরদ্দি : থাকবোনা ক্যান- মাইয়া মানুষ কি মাতব্বরের কাছে বিচার দিলে বিচার পায় না?

জমেলা : পুরুষের যদি অপরাধ হয়- ১০০ বেতের সে পায় ১০ বেত। আর মাইয়া মানুষের অপরাধ যদি হয় ১০ বেতের- সে শাস্তি পায় ১০০ বেতের। মানুষ হিসাবে বিচার পায়না বাজান। মানুষের জইন্যে কোন সমাজ নাই সমাজ আছে পুরুষগো জইন্যে- ঐ সমাজ আমি ক্যান মানুম- যে সমাজে দুইজন নারী মিইলা একজন পুরুষের মর্যাদা পায়!

আছিরুদ্দি : তোগরে বুদ্ধি কম- সবকিছু বুঝসনা-

জমেলা : বুদ্ধি যদি কম অইয়াও থাকে- সেও দোষ তোমাগরে- মাইয়া অইয়া জন্মের পরে কও বাজান- কয়দিন আমারে খাতি দিছ্যাও মাছের মাথা- মাছ গোশতের সবখানি তুলে দিছ্যাও ছাওয়ালের পাতে- তুমিই কইতা বাজান- আমার সব মনে আছে ছাওয়ালে খাইবো মাছের মাতা, ডিম, দুধ, কারণ- সে কামাই কইরা বাপ-মা-রে খাওয়াইবো- তাই তার বুদ্ধি দরকার- আর মাইয়া যাইবো পরের ঘরে। গোয়াল ঘর আর রান্না ঘর অইবো তার কামকাইজের জায়গা- তার অতো বুদ্ধি অওনের কি দরকার?

আছিরুদ্দি : আমারে দুই দন্ড কি তোর বাড়ীৎ বস্‌তি দিবি- না চলে যাবো-

জমেলা : বাজান চলে যাবে ক্যান বসো। তয় নানান কথা আমার মনে মইধ্যে দিনরাত ঘোরে ফেরে- আমারে একটু কইবার দেও আমি তো কাউরে এই কথা কইবার পারি না-

আছিরুদ্দি : তাড়াতাড়ি কইয়া ফেলা-

জমেলা : একদিন বড় ভায়ের পাছ ধরলাম- ইস্কুলি যাবো বলে- তুমি খড়ম দিয়া মারছিলা- স্কুলে যাইলে তোমার মাইয়া বাজাইরা অইয়া যাইবো। আমার মনের সাধ মনেই ছিল- এই দেহো-আমার বই- সমিতির আপাগরে কাছে পড়ি। সমিতির আপারা অনেক লেখাপড়া জানে কিন্তুক তারা বাজাইরা না-

আছিরুদ্দি : তহন বুঝি নাই- তহন ভাবতাম-ঘরের মাইয়া বাইরে যদি যায়- মাইয়ার পর্দা পুশিদা নষ্ট অয়- পরিবারের জাত যায় সমাজে আমি ছোট অইয়া যাইবো-

জমেলা : অহন বুঝি- বেবুঝ আর মুখ্য মানুষ পর্দা পর্দা করে, জাত জাত বলে চেঁচায়, অভাব অনটনে যার দিন কাটে- তার আবার পর্দা পুশিদা! আমাগো গেরামের চেয়ারম্যান সাবের মাইয়া ডাক্তার, মাস্টার সাবের মাইয়া মেম্বের-তাগরে পর্দা পুশিদা নাই?

আছিরুদ্দি ঃ যাহোক- তুমি কাম ছাইড়া দেও- তোমার সোয়ামী পছন্দ করে না সোয়ামীর মন যোগায়া চল।

জমেলা ঃ এমন কোন অন্যায় আমি করি নাই বাজান-যাতে আমার অন্তর বাইজা ওঠে যে আমি অন্যায় করছি- কাম আমি ছাড়ুমনা- আমি মানুষের মতন বাঁইচতে চাই- তুমি কি চাওনা তোমার মাইয়া-মাথা উঁচু কইরা এই সমাজে বাচুঁক?

আছিরুদ্দি ঃ অহন বুঝিরে মা-সময়ে বুঝি নাই তাই এত কষ্ট-লেখাপড়া শিখায়ে তোরে যদি মানুষ করবার পারতাম দুনিয়ায় চলনের যোগ্যি কইরতে পারতাম-তাইলে আমার কষ্ট থাইকতোনা। তোরে কিছু দেই না তাও তোর কাছে কত আদর যত্ন পাই মা--ছেলে বুলে যারে মানুষ করলাম- সে তো আমারে দেহেনা।

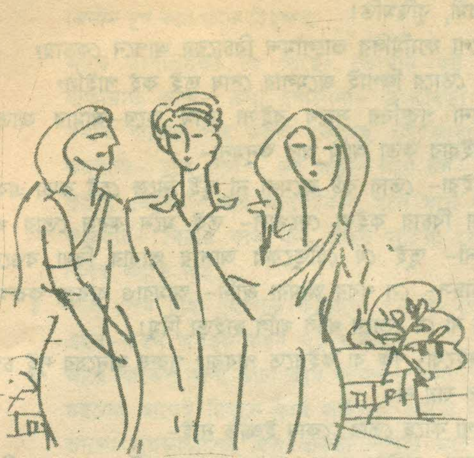

পঞ্চম দৃশ্য

[তারা বিবি ও রাশিদা গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরে ফিরছে সমিতির কাজ শেষ করে পথে দেখা হয় জসীমের সাথে। জসীম তাদের দেখে অন্যপথে যেতে উদ্যত হয়।]

তারা বিবি ঃ ওই জসীম, জসীম, পালাইতোছ্যাস ক্যান?

জসীম ঃ পালাইবো ক্যান– তোমরা বাঘ না ভালুক!

তারা বিবি ঃ বাঘ ভালুকের ভয়ে কি আর মানুষ পালায় রে ছ্যাড়া! মানুষ পালায় মানুষ দেইখ্যা–জগত সংসারে মানুষ হইলো সবচে ভয়ংকর জেব–

জসীম ঃ কও– যা কইবার আছে–

তারা বিবি ঃ মানুষকে কষ্ট দেওন কি ভালো? আজ কয়ডা মাস বাড়ীৎ থাকস না!

জসীম ঃ আমার লেইগা যে কেউ কষ্টে আছে তাতো জানতাম না– জমেলার তো ঠিকঠাক মতই চলতাছে শুনতাছি–আমার আর কি দরকার?

রাশিদা ঃ নিজেদের মধ্যে ঝামেলা মিটানো কি ভালো না জসীম মিয়া–

জসীম ঃ মিটানোর চিন্তাই করতাছি আমি দেখবার চাই মোড়ল যে সেদিন ফালাফালি কইরলো– সে-ই আমার কি কইরতে পারে আর জমেলার ব্যবস্থাও করতাছি– কামডা শেষ কইরা নেই– তারপর দিমু লাথি দিয়া বাড়ীৎতিন নামায়া– হারামীরবাচ্চাডাতো বোঝে নাই– আমি জসীম কি জিনিষ!

রাশিদা ঃ আইনের বাইরে তো আপনে কিছু করতে পারবেন না– দেশে আইন আছে কোর্ট–কাচারী আছে।

জসীম ঃ রাইখ্যা দেন আপনার আইন! মোড়লের ব্যাটায় আপনাগো লগে আছে বইলাই মনে করছেন–আইন আপনাগো হাতে–অত হস্তা না!

রাশিদা ঃ জমেলা কি খুবই খারাপ মেয়ে! সে তো কাজে কর্মে খুবই ভালো পরিশ্রমী, বুদ্ধিমতি!

জসীম ঃ আমগো ফ্যামিলির ভালোমন্দ বিচারের আপনে কেডায়?

তারা বিবি ঃ আমি তোরে জিগাই জমেলার দোষ তুই কই পাইলি?

জসীম ঃ বেগানা পুরুষির সাথে বইসা কাম করে–আমার জাত নাই! ঐ বাজাইরার কতা আমি আর শুনুমনা–

তারা বিবি ঃ বাজাইরা– তোর বউ জমেলা না তুই নিজে হেই কতা একবার ভালো কইরা বিচার কইরা দেখোস– তুই মনে করস তোর খবর আমরা রাখিনা– তুই যে যৌতুকের আশায় আবার বিয়া বওনের মতলব করতাছস– সে খবর আমরা জানি– আমরাও ব্যবস্থা করুম–তুই মনে করস না যে তোরে খালি খালি ছাইড়া দিমু!

জসীম ঃ কি অইবো– কি বা কইরতে পারবা? পুরুষ মানুষের দুই চারডা বিয়ায় ইজ্জত যায় না–

তারবিবি ঃ আমগো কাছে তোর কোন ইজ্জত নাই–

জসীম ঃ তোমগো –মাইয়া মানুষ গো কাছে আমার ইজ্জতের দাম বিচার করতে অইবো নাকি?

রাশিদা ঃ মানতে আপনাকে হবেই জসীম মিয়া জমেলা আইনের আশ্রয় নিলে– তখন আপনার অসুবিধা হবে।

জসীম ঃ দেখা যাক

(রাশিদা এবং তারা বিবি চলে যায়। আক্কেল আলীর প্রবেশ।)

আক্কেল ঃ আরে জসীম ভাই, আমি তো তোমারেই খুঁজতাছি–কই থাকো– কি কয় বেহায়া বেশরম মাইয়ারা?

জসীম ঃ কইবো আর কি–

আক্কেল ঃ মন বদলায় ফেলো নি তো? আমি বহু কষ্টে কালু শেখরে রাজী করাইছি– দোজবরে মাইয়া আনা বড় মেহনতের কাম–পাকা কথা কইয়া আসলাম– নগদ পাঁচ হাজার টাহা– সাথে একটা রেডিয়া আর টেলিভিশন–কথা পাকা–তুমি অহন হ্যাঁ কইলে– কালকেই বিয়ে সারন যায়। তয় তাগরে আরজী– তোমার তালাকের কামডা সাইরা ফেলতে হইবো– টাহা পয়সা এত খরচ কইরা তো সতীনের ঘরে মাইয়া দিতে চায় না–

জসীম ঃ জমেলারে তালাক দেওনের মন তো স্থির কইরাই ফেলছি– কিন্তু বেসামাল অবস্থায় ফালাইছে ঐ শালার মাইয়াগো সমিতি– আর তার লগে আছে মাস্টার সাব–আর মোড়ল।

আক্কেল ঃ আমি অবশ্য তাগরে কইছি তালাক তো সোজা না– তুমি পয়লা নোটিশ দিয়া দেও– চোখ বন্ধ কইরা দিয়া দেও আমি এদিক ঠিক করুম– টাহা পয়সা তারা সব জোগাড় করছে–এই চান্সে তুমি যদি কাম সারবার না পারো– পরে অইবো কিনা কওয়া যায় না– নগদা নগদি কারবার অনেকেই ধরাধরি করতাছে–

(জসীম চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ)

আরে ভাবাভাবির কি আছে? তোমার বউ বেগানা পুরুষির মদ্দি যাতায়াত করে- কথা শোনেনা- সংসারডা বিষ বানায়া ফেলছে- সমাজ জামাত গন্ধ কইরা ফেল্‌ছে এই কারণে তুমি তার সাথে ঘর করবানা- হয়ে গেল - চল আমার লগে চল- পয়লা নোটিশের ব্যবস্থা কইরা ফেলি-- আর আগামীকাল মনে মনে ধার্য করে নেও দিনডাও শুক্রবার- বিয়ার কাম বাদ আছর সাইরা ফেলি চল -শুভ কাজে বিলম্ব করতি নাই...

জসীম ঃ কালু শেখ টাহা যোগাড় কইরতে পারবো তো- তার শরীরের তো এহন-তহন অবস্থা-কহন মইরা যায়-

আক্কেল ঃ আরে আক্কেল আলী কাঁচা কাম করেনা- কালু শেখ মইরা যাইবো কই- মরনের আগেই দিমুনে কাম সাইরা- জসীম মিয়া তোমার বরাত বড় ভালো নুরজাহানের মত একটা সুন্দরী মাইয়া পাইতাছো-আমারই ইচ্ছা ছিল- কিন্তু পঞ্চম বিবাহ শরীয়তে নিষেধ!

ষষ্ঠ দৃশ্য

[জমেলার বাড়ী জমেলা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। তার পাশে তারা বিবি ও রাশিদা]

জমেলা ঃ দাদীজান, আমার কি অইবো– আমি তো কোন অপরাধ করি নাই– তাও হে আমারে তালাকের নোটিশ পাঠাইলো?

রাশেদা ঃ তোমার মত মেয়ে যদি ভেঙ্গে পড় তাহলে কাকে নিয়ে আমরা বড়াই করবো? তুমি না বলেছ– মানুষ হিসাবে তুমি নিজেকে প্রমাণ করবে– এই সব সামাজিক অসুবিধাকে মোকাবেলা করবে?

তারা বিবি ঃ চুপ কইরা থাক– অতো ভাংলে চইলবো না– সমিতির সব মাইয়ারে খবর দিচ্ছি– মাতবর সাব আর ইস্কুলির হেড মাস্টার সাবরে খবর দিছি, তারা অহনই আইয়া পড়বো–

জমেলা ঃ হে আমারে তালাক দিবার পারে আমি ভাবি নাই– আমি এত দুঃখ কষ্ট সহ্য কইরাও অহন আর পারতাছিনা দাদীজান!

রাশেদা ঃ জমেলা আমরা তোমার সাথে আছি– তোমার ভয়ের কিছুই নাই– মানুষ হিসেবে নিজেকে ভাবো– এ বিয়ে আমরা যে করেই হোক রোধ করবো।

আছিরুদ্দি ঃ জমেলা– জমেলা! মা, আমি খুব খারাপ সংবাদ পাইয়া ছুইটা আইলাম!

(জমেলা উদ্বিগ্ন বাবাকে দেখে শক্ত হয়)

জমেলা ঃ কিছুই হয় নাই বাবা– আমি এর শেষ দেখবার চাই!

আছিরুদ্দি ঃ আমি জামাই বাবাজীর লগে কতা কইবার চাই– হে কোনে?

(গ্রামের স্কুলের হেড মাস্টার এবং মাতবর প্রবেশ করে)

মাতবর ঃ জামাই দিয়া কি করবেন– মাইয়া তো আছে?

আছিরুদ্দি ঃ মাতব্বর সাব– মাতব্বর সাব– আমি আপনার কাছে কথা দিতাছি– আমি হালের বলদ বেইচা– জামাইরে দিমু তাও আপনে আমার মাইয়ারে তালাক থেইকা বাঁচান!

মাস্টার ঃ থামেন থামেন– আপনার চেয়ে দেখি আপনার মেয়েই শক্ত। আপনি চুপ করুন– এত উতলা হচ্ছেন কেন– আমরা তো আছি।

আছিরুদ্দি ঃ না না মাস্টার সাব– আপনার দুইখ্যান হাতে ধরি– আপনারা এই গেরামের মান্যগণ্য ব্যক্তি– আপনারা একটা ব্যবস্থা করেন। আজ জমেলা যদি আমার মাইয়া না অইয়া আপনাগো অইতো– আপনারা কি চুপ থাকতে পারতেন?

জমেলা ঃ বাবা তুমি থামো! তার অন্যায়ের কাছে আমি মাথা নত করুম না– মইরা গেলেও না!

মাতবর ঃ আছিরুদ্দি মিয়া– জমেলা খালি আপনার মাইয়া না– আমাগোরেও মাইয়া। আমরা জমেলার পিছনে আছি– আপনি আইছেন খুব ভালো অইছে–আমরা অহন সগলে মিইল্যা একখ্যান বুদ্ধি করি–কি করণ যায়। আপা– মাস্টার সাব, আপনাগো কাছে এই বিষয়ে পরামর্শ চাই।

মাস্টার ঃ তালাকের নোটিশ মানেই তালাক না–

রাশিদা ঃ জমেলার এ অবস্থায় আইনের সাহায্য নিতে পারা যায়–

তারা বিবি ঃ কিন্তু সেতো আইজকাই বিয়া করবার যাচ্ছে কালু শেখের মাইয়ারে

রাশিদা ঃ তালাক না হলে– প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে হয় না– আর তালাক দিতে গেলে– দেনমোহরের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে।

মাস্টার ঃ হ্যাঁ আপা, ঠিকই বলছেন– তাহলে মাতবর সাব– কালু শেখরে জানায়ে দেয়া লাগে যে, সে যা করছে তা আইনে অপরাধ।

রাশিদা ঃ চলেন আমরা তার বিয়ের আসরে হাজির হই।

মাতবর ঃ হ চল সবাই বিয়ার আসরে হাজির অইয়া যাই। তারপর দেহা যাউক–

তারা বিবি ঃ হ, কতা মন্দ না– বিয়ার আসরে যাইয়া– উপযুক্ত একটা ব্যবস্থা নেওয়া লাগবো–

রাশিদা ঃ জমেলা তুমিও আমাদের সাথে থাকো।

জমেলা ঃ হ, আমি যামু– আমিও তোমগরে লগে যামু– আমি দেখুম

মাস্টার ঃ আছিরুদ্দি মিয়া, আপনেও আমগো লগে চলেন।

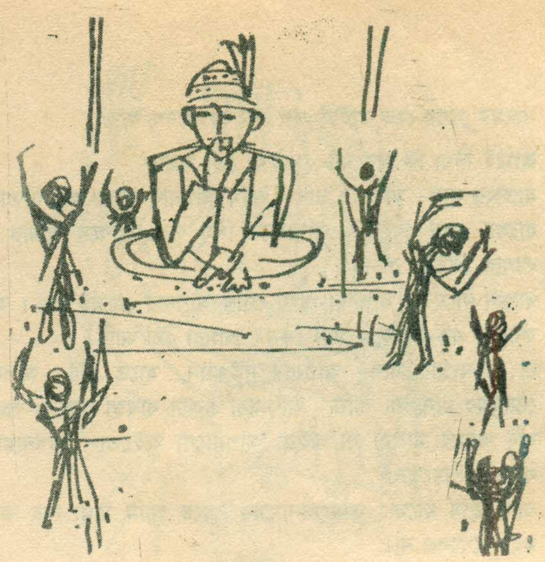

সপ্তম দৃশ্য

[কালু শেখের বাড়ী। কালু শেখ হাঁপানীর রোগী তার অবস্থা খুবই খারাপ। ছেলে রহমত তার বাবার পাশে দাঁড়িয়ে- একটা পাটিতে আক্কেল ও জসীম বসে। আশেপাশে দুই একজন লোক।]

আক্কেল : হাজেরানে মজলিস। কালু চাচার মাইয়া নূরজাহানের সাথে আমগো জসীম মিয়ার নিকাহ। নিকাহনামার আগে- আমি জানতে চাচ্ছি- যা যা- বরকে দেওয়ার কথা ছিল তা আছে কিনা- একটু যদি বলেন!

কালু শেখ : *(কাশতে কাশতে)* দ্যাখেন, আপনারা তো সব জানেন- আমি গরীব মানুষ- মইরা গেলে মাইডার কি অইবো এই চিন্তা কইরা ভিটাবাড়ী বেচ্ছি- কিন্তু সব টাহা যোগাড় অয় নাই..... আমি একমাসের মইধ্যে সব...... *(কাশতে থাকবে)*

জসীম : আমি বাকীর কাম করুম না।

কালু শেখ : বাবাজী *(কাশতে কাশতে)*, আমি এই হাজেরানে মজলিসে আপনার কাছে জোড়হাত করতিছি- আপনে আমারে কন্যাদায়েরতেন উদ্ধার করেন- আমি দিয়া দিমু... মোল্লা ডাহেন *(কাশি)*

আক্কেল : মোল্লার চিন্তে আপনে কইরেন না- আমিও মোল্লার বেটা মোল্লা- কলেমা-টলেমা আমিই ফ্রি সাইরা দিমু- কিন্তুক আপনের যা শরীর- হায়াত মউতের কথা কওন যায় না- যদি মইরা যান- তাইলে আপনার দেনাডা কেডায় শোধ করবো?

কালু শেখ : রহমত ও রহমত... বাজান তুই কিছু ক'! *(কাশি)*

রহমত : বাজান আমি কি কমু? এই বাড়ী কালকেই ছাইড়া দেওন লাগবো...

কালু শেখ : যদি আমি মইরা যাই- তাইলে তুই আমার দেনাডা শোধ করিস

রহমত ঃ আমি পারুম না– আমি পারুম না! বাজান আমার পায়ের তলায় মাটি নাই– যার উপর খাড়ায়া আমি একটা কতা কমু– বাজান আমি তো অহন পথের ফকির–আমার কি আছে? আমার জইন্যে তুমি কি রাইখা গেলে?

কালু শেখ ঃ তাও তোর আপন বইনের জইন্যে কি গতর খাটায়া দেনা শোধ দিতি পারবু না? পারবুনা বাজান?

রহমত ঃ না না বাজান– তুমি আমারে ঐ দায়িত্ব দিও না– আমি পারুম না!

আক্কেল ঃ তোমার বাবা মইরা যাইতাছে– তার দায়ভার তুমি না নিলে কেডায় নিবো মরনের আগে তারে একটু শান্তি দেও....

কালু শেখ ঃ রহমত, রহমত আমি বাপ অইয়া তোর দুইহ্যান পায়ে ধরি...

(বলে কালু শেখ কাশতে কাশতে রহমতের কাছে এগিয়ে যায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

রহমত ঃ বাজান, বাজান, বাজান, বাজান!

আক্কেল ঃ *(দৌড়িয়ে কাছে যায়। উঠে দাঁড়ায়)* ইন্নালিল্লা .... রাজেউন

রহমত ঃ বাজান!

(নূরজাহান বিয়ের বেশে মঞ্চে দৌড়িয়ে আসে)

নূরজাহান ঃ বাজান, তুমি আমগো ছাইড়া যাইও না বাজান, বাজান....! আমার জইন্যে তোমার চিন্তা নাই– আমার জইন্যে– তোমার দেনা হওন লাগবো না– আমি বিয়া বমু না... আমি বিয়া বমু না... আল্লাগো... আমার বাজানকে ফিরাইয়া দাও!

(এর মধ্যে মাতবর, মাষ্টার, আছিরুদ্দি, রাশেদা, তারা বিবি ও জমেলা উপস্থিত হয়ে সবকিছু স্তম্ভিতভাবে অবলোকন করে)

মাষ্টার ঃ মাতবর সাব, যার কাছে আইলাম– তারে তো আর পাইলাম না–

একজন গ্রামবাসী ঃ কিন্তুক আমরা বদমাইশ দুইডারে পাইছি– এগরে আগে চোরের মত বাঁইধা লই....!

(গ্রামবাসী আক্কেল ও জসীমকে বেঁধে ফেলে)

মাতবর ঃ খাড়ান, আপনারা কেউ যাইবেন না– কালু শেখ মইরা গেছে– আমরা সবাই তার জানাজায় শরীক হব– কিন্তুক আমগরে কিছু কথা আছে। আমগোরে সবার ঘরে মাইয়া আছে– আমরা কি সবাই কালু শেখের মত মইরা যাবো? নাকি– বাঁচনের রাস্তা বাইর করতে অইবো...?

গ্রামবাসী ঃ বাঁচনের রাস্তা বাইর করতে অইবো...

রাশিদা ঃ মেয়েদের নিয়েই যদি সমস্যা আপনাদের- আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন- মেয়েদেরকে কি আল্লা মানুষ করে তৈরী করে নাই? একটা ছেলে যেমন দশমাস দশদিন মায়ের গর্ভে থাকে, মেয়েরা কি থাকে না? মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে, শিখতে পারে না? মেয়েদের কাজ দিলে কি মেয়েরা কাজ করতে পারে না?... আপনেরা জানেন- আজকাল মেয়েরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিস্টার সব হচ্ছে- তবে কেন আপনারা পিছনে থাকবেন? আপনারা কেন বলেন না... আমার মেয়েটাকে আমি ডাক্তার বানাবো- আমার মেয়ে হবে ইঞ্জিনিয়ার- আমার মেয়ে হবে মানুষের মত মানুষ!

মাস্টার ঃ আপনারা জানেন- আমার পরিবার চাকুরী করেন। আমার মাইয়া ডাক্তার অইছে- এক মাইয়া ম্যাজিস্ট্রেট অইছে- তাতে কি তারা নষ্ট হয়ে গেছে? আমারে তো আল্লা ছেলে দেয় নাই..... মেয়েরা কি আমাকে সাহায্য করে না, আমাকে দেখে না? আপনারা জানেন না?

গ্রামবাসী ঃ হ, হ, আপনার মাইয়ারা মানুষ অইছে!

মাতবর ঃ তারপর সরকার যেইহানে আইনজারী করছে- নারী পুরুষের সমান অধিকার। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনাবেতনে মাইয়াগো ইস্কুলে পাঠানোর আইন করছে- চাকরীর ব্যাপারে নিশ্চিত করছে- সমান মজুরী দেওয়ার নিয়ম করছে- তা যদি আপনারা না মানেন তাইলে দেশের উন্নতি হইবো কি কইরা?

তারা বিবি ঃ আমি আপনাগো একটা কথা কইবার চাই- ঐ জসীম আজ পাঁচমাস জমেলারে ছাইড়া গেছেত আপনারা সমাজের মানুষ কোনদিন জমেলার খোঁজ খবর লন নাই বরং আক্কেল আলীর মত বেক্কলরা জসীমরে উসকায়া আবার তারে বিয়া দেওনের ব্যবস্থা করছে- এইডা কি বিবেকবান মানুষের কাম- না পশুর কাম?

গ্রামবাসী ঃ আক্কেল মিয়ারে- একশ' জুতা মারো! জুতার মালা দিয়া গেরামে ঘোরাও!

জসীম ঃ মাতবর সাব- মাতবর সাব- আ-মি একখ্যান কতা কইবার চাই...

গ্রামবাসী ঃ শুনুমনা তোর কথা- শালা বেহুদা!

জসীম ঃ আপনারা আমারে একটা কথা কইবার দেন- আপনাগো কাছে আমি জোড়হাত করি একটা কতা কইবার দেন!

গ্রামবাসী ঃ চোপ- চোপ- বদমাশ!

মাতবর ঃ থামো.. কইবার দেও ও কি কইবার চায়

জসীম ঃ মাতবর সাব, যে ঘটনা আজ আমার কারণে ঘটলো, আমি আমার অন্তর দিয়া বুঝছি... আমি আগে বুঝবার পারি নাই- আপনারা আমারে শাস্তি দেন... আমি জমেলার প্রতি অন্যায় করছি, আমি তারে মানুষ বলে মনে করি নাই-তার কথার দাম দেই নাই, কাজের দাম দেই নাই- কাপুরুষের মত রাগের মাথায় জেদ করো যে অন্যায় আজ আমি করছি-

যার কারণে এত বড় একটা ঘটনা ঘইটা গেল– আপনারা– আমারে শাস্তি দেন... আমি অপরাধী আমি পাপী!

মাতবর ঃ বিচার পরে গেরামের শালিশে অইবো। চলেন আমরা কালু শেখের লাশ নিয়া গেরামের সারাপথ ঘুরি– যাতে গেরামের মানুষ বোঝে– আমগো ঘরের মাইয়াগো যদি মানুষের মূল্য বা মর্যাদা না দেই– মানুষের মত মানুষ না কইরা তুলতে পারি– তাইলে আমগো অবস্থা কালু শেখের মতই অইবো!

জমেলা ঃ না– আপনারা থামেন! মানুষের লাশ নিয়া এত কিছুর দরকার নাই– রাশেদা আপা– নূরজাহানরে– এই মাইডারে আমগো সমিতিতে লইয়া লেন– আমরা– নূরজাহানরে নিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরুম। এই কচি মাইয়ারে দেহাইয়া– আমরা গেরামের মাইয়ারা– সবাইরে বুঝামু। মাইয়াগো লেহাপড়া না শিখাইলে–রোজগার না কইরতে দিলে কারা অসুবিধায় পড়ে? মাইয়া বিয়ার যৌতুক কেডায় দেয়? বাপ ভাইয়ে না? মাইয়ার কোন শালিশ বিচারের জইন্যে কারা দৌড়াদৌড়ি করে–বাপ ভাইয়ে না? মাইয়া অইয়া শুধু মাইয়া মানুষের অসুবিধানা–পুরুষ মানুষেরও অসুবিধা–এই নূরজাহানের বিয়ার চিন্তায়–তার বাপ মরছে, তার ভাই অইছে ভিটা ছাড়া–ভাইবা দেখেন নূরজাহান যদি লেখাপড়া শিইখা মানুষ অইতো–তাহলে আজ এই অবস্থা অইতোনা। আমরা সমিতির পক্ষ থেইকা চেষ্টা কইরা নূরজাহানরে মানুষের মত মানুষ কইরা তুলুম। নূরজাহান একটা এতিম মাইয়া– যদি মানুষ হইয়া দাঁড়াতে পারে– তার লগে লগে দেশের হগল মাইয়াও দাঁড়াইবো।

মাস্টার ঃ ঠিক! জমেলার কথাই ঠিক!

মোড়ল ঃ হ, জমেলা– তোমাগো লগে আমরাও আছি!

গ্রামবাসী ঃ হ, হ, আমরাও আছি! জমেলা ঠিক কতই কইছে–এগুলান আমগো অসুবিধা–আমগোরেই দূর কইরতে অইবো।

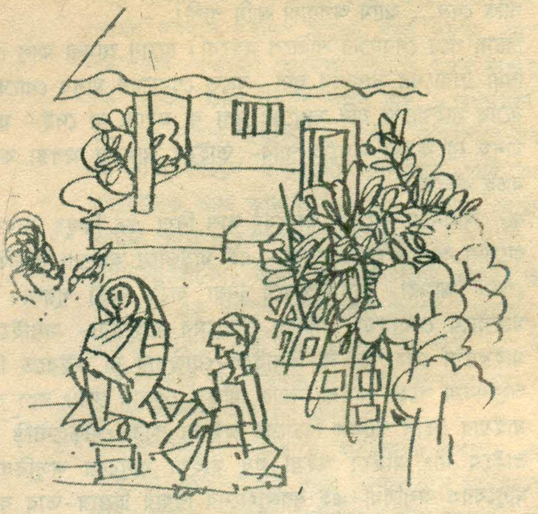

শেষ দৃশ্য

(জমেলার বাড়ী)

জসীম	ঃ	আরে ও জমেলা– কই গেলা! মুরগীগুলান অতো ডাহে ক্যান?
জমেলা	ঃ	*(নেপথ্যে)* চারডে ধানের কুড়া দিয়া দেন। আমি আইতাছি।
জসীম	ঃ	*(জসীম ধানের কুড়া নিয়া মুরগীকে দিতে যায়)* স্বাগত কথা বলে– আগে না বুইঝা কত কাইজা করছি, সংসারে অশান্তি করছি– অহন আমি কত শান্তিতে আছি!
জমেলা	ঃ	শোনেন!
জসীম	ঃ	দাঁড়াও– আইতাছি।
জমেলা	ঃ	আপনে হাত ধুহায় আইসেন তো!
জসীম	ঃ	কি? কি– অত ডাইকতাছো ক্যান?
জমেলা	ঃ	এই যে মোট– তিন হাজার ছয়শ’....
জসীম	ঃ	ডিমের টাহাঃ হাঃ হাঃ হা! সমিতিতে আমারও হাজার খানেক টাহা জমছে– এই হপ্তায়ই টেলিভিশন কিইনা আনুম!

(ডুগডুগী বাজায় বায়স্কোপওয়ালা)

জসীম	ঃ	দাঁড়াও! আগে বাইস্কোপখ্যান দেইহা যাই। ঐ বায়স্কোপওয়ালা– এদিক এদিক!

জমেলা : বাইস্কোপড়া তাড়াতাড়ি শেষ করণ লাইগবো– গণশিক্ষার পোলা মাইয়ারা অহনই আইয়া পড়বো, সময় বেশি নাই। বেলা কোহানে দেখ্‌ছেন?

(বায়স্কোপওয়ালা ভেতরে প্রবেশ করে)

বায়স্কোপওয়ালা : আরো একজন লাগবো তো...

জসীম : লাগবো না নামাও– ও জমেলা আইও আইও

(তারা বায়স্কোপ নামানোর পরে চোখ লাগিয়ে বসে পড়ে। বায়স্কোপ শুরু করে)

আইরে, আল্লা নবীর নাম
আমার বাইস্কোপের কাম
তারপরেতে দেখেন ভালো
জগৎটারে করছে আলো
এক সত্য বড় সত্য
সবার উপর মানুষ সত্য
নর নয়, নারী নয়
মানুষ হলো সেরা–
শিক্ষা–দীক্ষার বড় অভাব
বুঝিনা কিছু মোরা।
মেয়ে যদি শেখে পড়া
চালায় যদি গাড়ী ঘোড়া
বড় চাকরি করে যদি
বেতন পায় গাদি গাদি
তফাৎ কোথায় নারী নরে
আমি তো না বুঝি।
দেখেন দেখেন চক্ষু মেলে
আমগো দেশের একটি মেয়ে
পেলেন চালায় আকাশ দিয়ে
দেখেন দেখেন চক্ষু মেলে
বাংলাদেশের একটি মেয়ে
মস্ত বড় চাকরী করে
গদির উপর বসে বসে
দেখেন দেখেন চক্ষু মেলে
বাংলাদেশের একটি মেয়ে
দারোগার চাকরি করে
কত পুলিশ আর আন্ডারে।
দেখেন দেখেন চক্ষু মেলে
বাংলাদেশের কত মেয়ে
গারমেন্টে চাকরি করে
টাকা রোজগার করে সবাই
শুধু এই গেরামে নাই।
এই দুনিয়া শুধু ভাইরে
নয়রে পুরুষের

আবার শুধু নয় ভাইরে
শুধুই নারীদের।
জগৎটারে তৈরী করে প্রভু নিরঞ্জন
মানুষ দিয়া বিশ্বটারে করিলেন চয়ন
শুধু নর নয়রে মানুষ
শুধু নারী নয়রে মানুষ
নর নারী মিইলা মানুষ
তাইতো আমি বায়স্কোপে
এই খেলা দেখাই
আমার সাথে বলেন সবাই–
সবার উপর মানুষ সত্য

জমেলা ও জসীম ঃ তার উপরে নাই!!

।।শেষ।।

হাজার বছর ধরে এ সমাজে নারীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসাবে চিহ্নিত। প্রচলিত কুসংস্কার, সামাজিক, ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং অশিক্ষার কারণে আমাদের সমাজে নারীর যথাযথ মূল্যায়ন হয়না—অধিকার পায়না মানুষ হিসাবে। পুরো জাতির উন্নয়নে জন্য আজ নারী—পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা—দীক্ষা—কর্মে উন্নয়নের প্রয়োজন। আর এই উন্নয়নের প্রাণশক্তি হলো মানুষের মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ। এ নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় নারী পুরুষের সম্পর্ক এবং তার উন্নয়ন চেষ্টা।